স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ভেড়া পালন

সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে
দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-এ, গবেষণা)

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা-১৩৪১

ভূমিকা

গৃহপালিত পশুর মধ্যে ভেড়া পতিত জমির ঘাস, আগাছা এবং উচ্ছিট পদার্থ খেয়ে বেঁচে থাকে। এরা বিভিন্ন পরিবেশে সহজে খাপ খাইয়ে চলতে পারে। বাংলাদেশে ভেড়া পালনের ক্ষেত্রে সাধারণত ভেড়াকে ফসলের খালি মাঠে, রাস্তার ধারে, ফলের বাগানে এবং চরে ছেড়ে বা বেঁধে খাওয়ানো হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সকাল-সন্ধ্যায় সামান্য চালের কুঁড়া, গমের ভূষি এবং চাল ভাঙ্গা খেতে দেয়া হয়। রাতের বেলায় আলাদা ঘরে বা গরুর সাথে রাখা হয়। সাধারণত সনাতনী পদ্ধতিতে ভেড়া লালন পালন করা হয়। বাংলাদেশে ভেড়ার মাংস ও উল উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ভেড়া পালনে খামারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদনক্ষম বা ফলদায়ক ভেড়া পালন করতে হলে অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত কার্যাবলীর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত আবদ্ধাবস্থায় বাসস্থান, খাদ্য ও স্বাস্থ্যব্যবস্থাপনা অনুসারে ভেড়া পালনের প্যাকেজ প্রযুক্তি হল স্টল ফিডিং পদ্ধতি।

প্রযুক্তির মূল বিষয় সমূহ

আবদ্ধ অবস্থায় ভেড়া পালন, ভেড়ী ও পাঁঠা নির্বাচন, ভেড়ী এবং বাচ্চার পরিচর্যা, বাচ্চা খাসী করানো, ভেড়াকে খাওয়ানো, ভেড়ার জন্য ঘাস চাষ, ভেড়াকে ইউএমএস খাওয়ানো, ভেড়াকে ইউরিয়া দ্বারা প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়ানো, পাঁঠার ব্যবস্থাপনা, ভেড়ার স্বাস্থ্যব্যবস্থাপনা, প্রজনন ব্যবস্থাপনা, ভেড়ার জৈব নিরাপত্তা, খামার ব্যবস্থাপনার নিরাপত্তা এবং ভেড়ার বাজারজাতকরণ।

প্রযুক্তি ব্যবহার পদ্ধতি

স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে করণীয়

ভেড়ী নির্বাচন ঃ স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ভেড়ার খামার করার জন্য ভেড়ী সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। ভেড়ীর দেহের আকৃতি সুন্দর, প্রশস্ত, গভীর এবং নিখুঁত হতে হবে। ভেড়ীসুলভ আচারণ এবং সুন্দর ও আকর্ষণীয় গতিবিধি থাকতে হবে। মাথা মধ্যম আকৃতির, সুগঠিত, চওড়া এবং নাক সোজাসুজি ভাবে অবস্থান করবে। কান আকারে ছোট, ঘাড় হালকা এবং পিঠ ও পেট সোজাসুজি হবে। পাগুলো সুগঠিত, শক্ত, খাটো বর্গাকৃতির এবং সামনের পাগুলো সোজা হবে। ভেড়ীর বয়স ৬-১৫ মাস এবং গড়ে বয়স অনুযায়ী ওজন ১৪-২১ কেজি হবে। ভেড়ীর দেহের উচ্চতা প্রায় ৪৮ সেন্টিমিটার এবং দেহের দৈর্ঘ্য ৫২ সেন্টিমিটার হবে।

ভেড়ার পাঁঠা নির্বাচন ঃ স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ভেড়ার পাঁঠা সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলোর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। ভেড়ার পাঁঠার দেহের আকৃতি সুন্দর, প্রশস্ত, গভীর এবং নিখুঁত হতে হবে। পাঁঠাসুলভ আচরণ ও আর্কষণীয় গতিবিধি থাকতে হবে। চোখ দুইটি পরিষ্কার, বড় ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে। ঘাড় মোটা ও খাটো, বুক গভীর ও প্রশস্ত এবং পিঠ প্রশস্ত ও চওড়া হবে। পা সাধারণত সোজা এবং খাটো হবে। পাঁঠার দেহের উচ্চতা এবং দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৫০ সেন্টিমিটার এবং ৫৪ সেন্টিমিটার হবে। অন্ডকোষ দুইটি সুগঠিত এবং দেহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ঝুলানো থাকবে। পাঁঠার বয়স ৬-৯ মাস এবং গড়ে বয়স অনুযায়ী ওজন ১৫-২১ কেজি হবে। স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে নির্বাচিত ভেড়ী ও পাঁঠার মা, দাদী ও নানীর বছরে ২ বার এবং প্রতিবার ন্যূনতম ২টি বাচ্চা দিতে হবে এবং মা, দাদী এবং নানীর বাচ্চা মৃত্যুর হার ৫% এর নিচে হতে হবে।

ভেড়াকে ঘরে থাকতে অভ্যস্ততা করানো ঃ ভেড়া সংগ্রহের সাথে সাথেই সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় রাখা উচিত নয়। প্রথমে ভেড়াকে দিনে ৬-৮ ঘন্টা চড়িয়ে বাকি সময় আবদ্ধ অবস্থায় রেখে ঘাস ও দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। এভাবে ১-২ সপ্তাহের মধ্যে চড়ানোর সময় পর্যায়ক্রমে কমিয়ে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় রাখতে হবে। তবে, বাচ্চা বয়স থেকে আবদ্ধ অবস্থায় রাখলে এ ধরনে অভ্যস্ততার প্রয়োজন নেই।

স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ভেড়াকে খাওয়ানো ঃ ভেড়া সাধারণত তার দৈহিক ওজনের ২.৫-৪.০% শুকনা খাদ্য খেয়ে থাকে। এর মধ্যে ৬০-৮০% আঁশ জাতীয় খাবার যেমন, ঘাস, লতা, পাতা, খড় ইত্যাদি এবং ২০-৪০% দানাদার খাবার যেমন চালের কুঁড়া, গমের ভূষি, চাল, ডাল ইত্যাদি দিতে হবে। একটি বাড়ন্ত পাঁঠী এবং পাঁঠা বাচ্চাকে দৈনিক ১.৫-২.০ কেজি কাঁচা ঘাস এবং ২৫০-৩০০ গ্রাম দানাদার খাবার (টেবিল-১) দিতে হবে। দুই থেকে তিন বাচ্চা বিশিষ্ট ২৫ কেজি ওজনের ভেড়ীকে দৈনিক প্রায় ৩-৩.৫কেজি কাঁচা ঘাস এবং ৪০০-৬০০ গ্রাম দানাদার খাদ্য দিতে হয়। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক পাঁঠার দৈনিক ২.৫-৩.০ কেজি কাঁচা ঘাস এবং ২০০-২৫০ গ্রাম দানাদার খাদ্যের প্রয়োজন হয়।

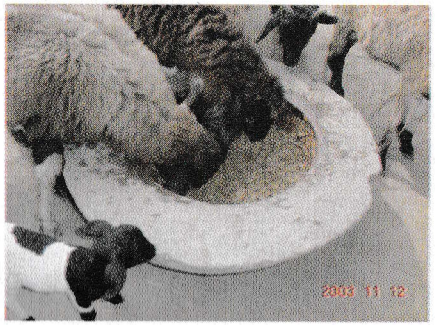

টেবিল ১ ঃ ভেড়ার দানাদার খাদ্যের সাধারণ মিশ্রণ (%)

খাদ্য উপাদান	শতকরা হার (%)
চাল/গম/ভূট্টা ভাঙ্গা	১০.০
গমের ভূষি/আটা/চালের কুঁড়া	৫০.০
খেসারি/মাসকলাই/অন্য ডালের ভূষি	১৫.০
সয়াবিন/তিল/নারিকেল/সরিষার খৈল	২০.০
শুটকি মাছের গুঁড়া/মিট এন্ড বোনমিল/ প্রোটিন কনসেনট্রেট	১.০
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	২.০
লবণ	১.৫
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫

এই মিশ্রণে বিপাকীয় শক্তি (মেগাজুল/কেজি) ১০.৮৭% এবং বিপাকীয় প্রোটিন (গ্রাম/কেজি) ৬৬% ।

ভেড়ার জন্য ঘাস চাষ ঃ ভেড়া সাধারণত সব ধরনের ঘাস খায় । ঘাস সরবরাহের জন্য বিভিন্ন জাতের দেশী ঘাস চাষ করা যায় । ইপিল-ইপিল, কাঁঠাল পাতা, খেসারি, মাসকালাই, দুর্বা, বাকসা ইত্যাদি দেশী ঘাসগুলো বেশ পুষ্টিকর । এছাড়া উচ্চ ফলনশীল নেপিয়ার, স্প্লেন্ডিডা, এন্ড্রোপোগন, প্লিকাটুলুম ইত্যাদি ঘাস আবাদ করা যেতে পারে । ঘাস চাষের জন্য জমি ভালভাবে তৈরি করে হেক্টর প্রতি ১৫-২০ টন জৈব সার এবং ৫০,৭০ এবং ৩০ কেজি যথাক্রমে ইউরিয়া, টিএসপি এবং এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে । ঘাস লাগানোর এক মাস পর এবং প্রতিবার ঘাস কাটার পর হেক্টর প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া সার ছিটাতে হবে । ভেড়ার জন্য ২নং টেবিলে বর্ণিত উচ্চ ফলনশীল ঘাসগুলো সাধারণত ৩৫-৪৫ দিন পর কাটা যায় ।

টেবিল ২ ঃ বিভিন্ন ধরনের উচ্চ ফলনশীল ঘাসের উৎপাদনশীলতা

ঘাস	হেক্টর প্রতি প্রয়োজনীয় কাটিং (হাজার)	কাটিং লাগানোর দূরত্ব (মিটার) লাইন-লাইন কাটিং-কাটিং	উৎপাদন (টন/হেঃ/বছর)
নেপিয়ার (এরোসা)	২৫-২৬	১ x ০.৫	১৫০-২০০
নেপিয়ার (বাজরা)	২৫-২৬	১ x ০.৫	১৫০-২০০
নেপিয়ার (হাইব্রিড)	২৫-২৬	১ x ০.৫	১৭৫-২২০
স্প্লেন্ডিডা	৩৫-৪০	০.৭ x ০.৩৫	১০০-১৩০
পিকাটুলুম	৪০-৪৫	০.৭ x ০.৩৫	৭৫-১০০
এন্ড্রোপোগন	২৮-৩০	১ x ০.৫	১০০-১৩০

ভেড়াকে ইউরিয়া মোলাসেস প্রক্রিয়াজাতকরণ খড় খাওয়ানো ঃ ঘাস না পাওয়া গেলে খড়কে ১.৫-৩.০ ইঞ্চি (আঙুলের দুই কর) পরিমাণে কেটে এভাবে প্রক্রিয়াজাত করে খাওয়ানো যেতে পারে, এ জন্য ১ কেজি খড়ের সাথে ২০০-২২০ গ্রাম চিটাগুড়, ৩০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ৫০০-৬০০ গ্রাম পানি মিশিয়ে ইউএমএস তৈরি করা যেতে পারে । ৩নং টেবিলে ইউএমএস প্রস্তুতির জন্য বিভিন্ন উপাদান আনুপাতিক হারে মিশানো যেতে পারে । এ্যালজি উৎপাদন করে ২০-২৫ কেজি ওজনের ভেড়াকে দৈনিক ১-১.৫ লিটার পরিমাণ এ্যালজির পানি খাওয়াতে হবে । তবে ইউএমএস এবং এ্যালজি খাওয়ানোর জন্য ভেড়াকে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করতে হবে । একটি বয়স্ক ভেড়া দৈনিক ২.০-৩.০ লিটার পানি খায় ।

টেবিল ৩ ঃ ইউএমএস প্রস্তুতির জন্য বিভিন্ন উপাদানের আনুপাতিক হার

শুকনো খড় (কেজি)	পানি (লিটার)	চিটাগুর (কেজি)	ইউরিয়া (কেজি)
৫	২.৫-৩.৫	১.০৫-১.২০	০.১৫
১০	৫.০-৭.০	২.১০-২.৪০	০.৩০
২০	১০.০-১৪.০	৪.২০-৪.৮০	০.৬
৫০	২৫.০-৩৫.০	১০.৫০-১২.০০	১.৫০
১০০	৫০.০-৭০.০	২১.০০-২২.০০	৩.০০

এই প্রক্রিয়াজাত খড়ে বিপাকীয় শক্তি (মেগাজুল/কেজি) ৬.৫-৭% এবং বিপাকীয় প্রোটিন ৯-১১% এবং পরিপাচ্যতা ৪৫-৫৬% ।

ভেড়াকে ইউরিয়া প্রক্রিয়জাতকরণ খড় খাওয়ানো ঃ খড়কে ১.৫-৩.০ ইঞ্চি (আঙুলের দুই কর) পরিমাণে কেটে এভাবে প্রক্রিয়াজাত করে খাওয়ানো যেতে পারে, এই পদ্ধতিতে প্রথমে ৫% ইউরিয়া খড়ের সমপরিমাণ পানির সাথে খড়ের উপর ছিটিয়ে দেওয়া হয় এবং বায়ুরোধক অবস্থায় মাটির গর্তে বা পাকা সাইলো পিট বা পলিথিনের বস্তায় ৮-১০ দিন রেখে দেওয়া হয় । এভাবে অন্যান্য উপাদানের সাথে আনুপাতিক হারে মিশিয়ে ভেড়াকে খাওয়ানো যেতে পারে ।

টেবিল ৪ঃ ইউরিয়া দিয়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ খড় প্রস্তুতির জন্য বিভিন্ন উপাদানের আনুপাতিক হার

শুকনো খড় (কেজি)	ইউরিয়া (কেজি)	পানি (লিটার)
১	০.০৫	১
৫	০.২৫	৫
১০	০.৫০	১০
২০	১.০০	২০
৫০	২.৫০	৫০
১০০	৫.০০	১০০

এই প্রক্রিয়াজাত খড়ে বিপাকীয় শক্তি (মেগাজুল/কেজি) ৮-৯% এবং বিপাকীয় প্রোটিন ৭-১০% এবং পাচ্যতা ৫০-৬০% ।

ভেড়ীর যত্ন ঃ ভেড়ী থেকে সুস্থ ও শক্তিশালী বাচ্চা পেতে হলে প্রসবের পূর্বেই ভেড়ীর সর্বাঙ্গীন অবস্থার উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রসবের প্রায় ২ থেকে ৩ দিন পূর্বেই ভেড়ীকে পালের অন্যান্য ভেড়ীর কাছ থেকে পৃথক করে প্রসবের ঘরে নিতে হবে। এ সময় ভেড়ীকে পর্যাপ্ত সবুজ ঘাস, দানাদার খাদ্য এবং পরিষ্কার ঠান্ডা পানি খাওয়াতে হবে। প্রসবের ঘরে পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস চলাচল করতে পারে সেভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে। শীতকালে ভেড়ীকে নরম ও রোগ প্রতিরোধের জন্য পরিষ্কার বিছানা দিতে হবে। প্রসবকালে ভেড়ীকে সাহায্য করার জন্য তাড়াহুড়া করা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য প্রসবকালে ধীরস্থিরভাবে কাজ করতে হবে। বাচ্চার সামনের পা ও নাক সর্বপ্রথম দৃষ্টিগোচর হওয়া স্বাভাবিক প্রসবের লক্ষণ। অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পেলে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। বাচ্চা প্রসব করার সময় ভেড়ীকে পরিষ্কার ও শুকনা জায়গাতে রাখতে হবে। প্রসবের অব্যাবহিত পরে ভেড়ীকে কুসুম কুসুম গরম পানিতে এক চিমটি লবণ ও ২০-৩০ গ্রাম পরিমাণ চিটাগুড় গুলে সেলাইন তৈরি করে খাওয়াতে হবে।

ভেড়ার বাচ্চার পরিচর্যা ঃ জন্মের পরপরই বাচ্চাকে শুকনো খড় বা চটের ওপর রাখতে হবে। বাচ্চার নাক ও মুখমন্ডলের লালা বা ঝিলি পরিষ্কার করতে হবে। বাচ্চার পায়ের ক্ষুর ছেঁটে দিতে হবে। ভেড়াকে বাচ্চা লেহন (চাটা) করার সুযোগ দিতে হবে। বাচ্চার নাভী শরীর থেকে ৩ সে. মি. (প্রায় দুই আঙ্গুল) রেখে পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত ব্লেড বা ছুরি বা কাঁচি দিয়ে কেটে সেখানে এ্যান্টিসেপটিক ঔষধ যেমন, টিংচার অব আয়োডিন, ডেটল, সেভলন লাগিয়ে দিতে হবে। জন্মের ২০-৩০ মিনিটের মধ্যেই বাচ্চাকে মায়ের প্রথম কাচলা শাল দুধ খাওয়াতে হবে, বাচ্চার ওজন ১ কেজির নিচে হলে মায়ের দুধের পাশাপাশি ২০-৪০ গ্রাম পরিমাণ চিনির শীরা অথবা ডেক্সট্রোজ স্ট্রমাক টিউব বা ফিডার দিয়ে দিনে ১০-১২ বার খাওয়াতে হবে। পনের দিন বয়স পর্যন্ত ভেড়ার বাচ্চাকে দিনে ৮-১০ বার দুধ খাওয়াতে হবে। ওজন ভেদে বাচ্চার দৈনিক ২৫০-৪৫০ গ্রাম দুধের প্রয়োজন হয়। বাচ্চার চাহিদার তুলনায় ভেড়ীর কম দুধ হলে প্রয়োজনে গাভীর দুধ খাওয়াতে হবে। তাছাড়া, দুধ না পাওয়া গেলে বাচ্চাকে মিল্ক রিপ্লেসার বা বিকল্প দুধ (টেবিল ৫) খাওয়াতে হবে। মিল্ক রিপ্লেসার/ বিকল্প দুধ তৈরির ক্ষেত্রে এক ভাগ মিল্ক রিপ্লেসার/বিকল্প দুধের সাথে ৯ ভাগ পানি মিশিয়ে অন্তত ৫ মিনিট ফুটিয়ে ঠান্ডা করে ৩৯-৪০ সেঃ তাপমাত্রায় (কুসুম কুসুম গরম) ভেড়ার বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে। দুধ খাওয়ানোর আগে ফিডার, নিপলসহ আনুষাংগিক জিনিসপত্র পানিতে ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে। ১-১.৫ কেজি ওজনের একটি ভেড়ার বাচ্চার দৈনিক ২৫০-৪৫০ গ্রাম দুধের প্রয়োজন হয়। ভেড়ার বাচ্চার বয়স ৪৫-৬০ দিন হলে দুধ ছেড়ে দেবে। বাচ্চাকে ৪৫-৬০ দিন পর্যন্ত গড়ে দৈনিক প্রায় ৩৫০-৪০০ গ্রাম দুধ প্রয়োজন। সাধারণত ভেড়ীকে প্রয়োজনমত খাওয়ালে বাচ্চার প্রয়োজনীয় দুধ পাওয়া যায়। বাচ্চার ১৫ দিন বয়স থেকেই ধীরে ধীরে কঠিন খাদ্য যেমন, পাতা, কাঁচা ঘাস এবং দানাদার খাদ্যে অভ্যস্ত করতে হবে।

টেবিল ৫ঃ মিল্ক রিপ্লেসার/বিকল্প দুধের সম্ভাব্য উপাদান

উপাদান	পরিমাণ
গুঁড়া দুধ	৭০.০
চাল/গম/ভূট্টার গুঁড়ি	২০.০
সয়াবিন তৈল	৭.০
খাদ্য লবণ	১.০
ডাই -ক্যালসিয়াম ফসফেট	১.৫
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫

ভেড়ার বাচ্চা খাসী করানো

যেসব ভেড়ার পাঁঠা বাচ্চা প্রজনন কাজে ব্যবহার করা হবে না তাদেরকে জন্মের ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে খাসী করানো উচিত। খাসী করার জন্য বার্ডিজোস কেস্ট্রেটর, রাবার রিং বা অন্ডকোষ কাটা পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। খাসী করানোর পর ক্ষতস্থানে মাছি বা অন্য কোন পোকা বা আঠালি যেন না বসে সেজন্য টিংচার অব আয়োডিন দিয়ে পরিষ্কার করে সালফানিলামাইড পাউডার বা পরিষ্কার ছাই লাগিয়ে দিতে হবে।

ভেড়ার পাঁঠার (র‍্যাম বা টুপ) ব্যবস্থাপনা

ভেড়ার পাঁঠাকে যখন প্রজনন কাজে ব্যবহার করা হয় না তখন তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে শুধু ঘাস খাওয়ালেই চলে। তবে প্রজনন কাজে ব্যবহারের সময় ওজন ভেদে (২৫-৩৫ কেজি ওজন) ঘাসের সাথে ১৫০-৩৫০ গ্রাম পরিমাণ দানাদার খাবার দিতে হবে। প্রজনন রাখার জন্য প্রতিদিন ভেড়ার পাঁঠাকে ১০ গ্রাম পরিমাণ গাঁজানো ছোলা দেয়া উচিত। ভেড়ার পাঁঠাকে কখনই অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত হতে দেয়া যাবে না। প্রয়োজনে দানাদার খাদ্য বাদ দিতে হবে।

ভেড়ার প্রজনন ব্যবস্থাপনা

ভেড়ী ৬-৭ মাস বয়সে ১৪-১৫ কেজি ওজন হলে তাকে পাল দেয়া যেতে পারে। ভেড়ী গরম হওয়ার ১২-১৪ ঘন্টা পর পাল দিতে হয় অর্থাৎ সকালে গরম হলে বিকেলে এবং বিকেলে গরম হলে পরদিন সকালে পাল দিতে হবে। পাল দেয়ার ১৪২-১৫২ দিনের মধ্যে সাধারণত বাচ্চা দেয়। পাল দেয়ার জন্য নির্বাচিত ভেড়ার পাঁঠাকে সবসময় রোগমুক্ত ভাল জাতের হতে হবে। আন্তঃপ্রজনন এড়ানোর জন্য ভেড়ীর বাবা বা দাদা বা ছেলে বা নাতীকে দিয়ে প্রজনন করানো যাবে না।

ভেড়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

খামারের সব ভেড়াকে বছরে দু'বার অর্থাৎ বর্ষা এবং শীতের শুরুতে কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে। সাধারণত ভেড়ার রোগ বালাই খুবই কম হয়। তবে, হঠাৎ মাঝে মধ্যে এন্টারোটক্সিমিয়া, নিউমোনিয়া এবং পাতলা পায়খানা হতে পারে। ভেড়ার এন্টারোটক্সিমিয়া, নিউমোনিয়া এবং পাতলা পায়খানা হলে অতি দ্রুত নিকটস্থ পশু হাসপাতালে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়া, ভেড়ার বাদলা, ফুট রট এবং হেমোরেজিক সেপ্টিসেমিয়া হতে পারে। সঠিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং চিকিৎসার মাধ্যমে এ সকল রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

ভেড়ার জৈব নিরাপত্তা

খামারে নতুন ভেড়া আনার ক্ষেত্রে অবশ্যই রোগমুক্ত ভেড়া সংগ্রহ করতে হবে এবং ১৫ দিন খামার থেকে দূরে অন্যত্র রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কোন রোগ দেখা না দিলে ১৫ দিন পর ভেড়াকে খামারে অন্যান্য ভেড়ার সঙ্গে রাখা যাবে। অসুস্থ্য ভেড়াকে পালের অন্য ভেড়া থেকে দ্রুত অন্যত্র সরিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। ভেড়ার ঘর নিয়মিত সকালে ও বিকালে পরিষ্কার করতে হবে। ভেড়ার ঘর সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুকনা রাখতে হবে। ঘরে যাতে পর্যাপ্ত আলো বাতাস আসতে পারে সে দিকে কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে। ভেড়ার ঘর ভিজা স্যাঁতস্যাঁতে হলে এরা নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। খাবার ও পানি যাতে রোগ জীবাণু দ্বারা দূষিত না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। পানি পরিষ্কার রাখতে হবে। ভেড়ার খাবার ও পানি যাতে মলমূত্র দ্বারা সংক্রমিত না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। খামারের কর্তব্যরত ব্যক্তির জামা কাপড় পরিষ্কার ও রোগমুক্ত হতে হবে। ভেড়াকে সপ্তাহে একবার সাবান বা ডিটারজেন দিয়ে গোসল করাত হবে। এ ছাড়া সকল ভেড়াকে বছরে ১০-১২ বার ০.৫% ম্যালাথায়ন দ্রবণে ভিজিয়ে চর্মরোগ মুক্ত রাখতে হবে। প্রজননশীল পাঁঠা ও ভেড়ীকে বছরে দু'বার ১-১.৫ মিঃ লিঃ ভিটামিন এ,ডি৩ ইনজেকশন দিতে হবে। ভেড়ার শরীর পরিষ্কার রাখার জন্য পশমকে সুন্দর করে ছেটে ফেলতে হবে। ভেড়াকে বছরে দু'বার অর্থাৎ বসন্তকালে (সমস্ত ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ) এবং শরৎকালে (সমস্ত অক্টোবর থেকে নভেম্বর) শেয়ারিং করতে হবে। ভেড়ার পায়ের ক্ষুর বড় হওয়ার সাথে সাথে তা কেটে ফেলতে হবে।

খামার ব্যবস্থাপনার নিরাপত্তা

ভেড়ার খামার লাভজনক হলে খামারকে রোগমুক্ত রাখতে হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই রোগ বালাই হতে মুক্ত রাখার প্রধান উপায়। রোগ মুক্ত রাখতে পারলেই ভেড়ার খামার লাভজনক করা সম্ভব হবে। ভেড়ার খামার রোগমুক্ত রাখতে হলে নিম্নলিখিত বিষয় গুলোর প্রতি যত্নবান হতে হবেঃ

১। খামারের চারদিকে বেড়া/বেষ্টনী দিতে হবে। খামারের প্রধান গেটে গোসলখানার ব্যবস্থা রাখতে হবে। খামারের কর্মচারীরা যখন খামারে প্রবেশ করবে তখন তাদের পোষাক রেখে গোসল করে খামারে প্রবেশ করবে। অনুরূপ, খামার থেকে বের হবার সময় খামারের পোষাক ও জুতা খুলে নিজের পোষাক পড়ে বাইরে আসবে।

২। পশুখাদ্য ও মালামাল বহনকারী গাড়ি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি যে বস্তায় বহন করা হবে তা জীবাণুনাশক দ্বারা জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।

৩। খাদ্যগুদাম বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তৈরি করতে হবে। ইঁদুর ও অন্যান্য পোকামাকড় গুদাম ঘরে প্রবেশ করতে না পারে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

৪। খামারের প্রত্যেক সেডের প্রবেশ পথে নিচু পাকা মেঝে থাকতে হবে। সেখানে জীবাণুনাশক পানি রাখতে হবে। প্রবেশকারী এবং খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বহনকারী গাড়ির চাকা থেকে সহজেই জীবাণুমুক্ত করা যায়।

৫। ভেড়া সকালে ও বিকেলে ঘর থেকে বের হবার সাথে সাথে মেঝে ঝেড়ে মলগুলো যথাস্থানে ফেলে দিতে হবে। ভেড়ার মলগুলি এমন দূরবর্তী স্থানে ফেলতে হবে যে স্থানে ভেড়া সহজে চলাফেরা করে না।

৬। ভেড়ার ঘর সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুকনা রাখতে হবে। ঘরে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ভেড়ার ঘর স্যাঁত স্যাঁতে রাখা যাবে না, কারণ, স্যাঁতসেঁতে ঘরে সহজেই ভেড়া এবং ভেড়ার বাচ্চা নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়।

৭। ভেড়ার খাবার ও পানি যাতে মলমূত্র দ্বারা সংক্রামিত না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ, মলমূত্র দ্বারা খাবার ও পানি সংক্রামিত হলে ভেড়ার ডায়রিয়া এবং আমাশা রোগ হতে পারে।

৮। ভেড়ার খাবার ও পানি যাতে রোগজীবাণু দ্বারা দুষিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ভেড়াকে সব সময় পরিষ্কার খাবার এবং পরিষ্কার পানি খেতে দিতে হবে। খাবার ও পানি অপরিষ্কার হলে ভেড়া এবং ভেড়ার বাচ্চার ককসিডিওসিস এবং ফিতাক্রিমি হতে পারে।

৯। সপ্তাহে এক দিন ভেড়ার ঘর, খাবার ও পানির পাত্র জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

১০। বাজার বা অন্য খামার থেকে নতুন ভেড়া এনে নিজের খামারের ভেড়ার সাথে রাখা যাবে না। অন্তত ১৫ থেকে ২১ দিন আলাদা রাখতে হবে। যদি ২১ দিন মধ্যে নতুন ভেড়ার কোন রোগের লক্ষ্যণ দেখা না যায় তবে নিজের পালের সাথে রাখা যাবে।

১১। বাজার কিংবা প্রদর্শনী থেকে ভেড়া ফিরিয়ে আনার সাথে সাথে খামারের অন্যান্য ভেড়ার সাথে রাখা যাবে না। কারণ, ঐ ভেড়া বাজার/প্রদর্শনী থেকে রোগ বহন করে আনতে পারে। অন্তত ৩ দিন আলাদা রাখার পর পরীক্ষা করে কোনরূপ সন্দেহ না হলে তবেই পালের সাথে রাখা যাবে।

১২। খামার থেকে কিছু দূরে উত্তর দিকে, অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত ভেড়া রাখার জন্য আলাদা একটি ঘর তৈরি করতে হবে।

১৩। খামারে কোন ছোঁয়াচে রোগ দেখা দিলে ভেড়াগুলোকে তার নিজ নিজ খোঁয়াড়ে আবদ্ধ রাখতে হবে। যে খোঁয়াড়ে প্রথম রোগ ধরা পড়ে সেখানে যে ব্যক্তি কাজ করত অন্য খোঁয়াড়ে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে।

১৪। খামারে কর্মরত ব্যক্তির জামাকাপড় পরিষ্কার ও রোগমুক্ত হতে হবে।

১৫। বয়স এবং লিঙ্গ অনুসারে বাচ্চা ও বয়স্ক ভেড়াগুলোকে আলাদাভাবে রাখতে হবে।

১৬। খামারের ভেতর বড় আকারের গাছ লাগান উচিত নয়। কারণ, ঐ সমস্ত গাছে বন্য পাখি যেমন, কাক, চিল, শকুন ইত্যাদি বসে রোগজীবাণু বিস্তার করতে পারে।

১৭। খামারের ভেতর গৃহপালিত পাখি ও অন্যান্য পশুর অবাধ চলাচল বন্ধ করতে হবে।

১৮। খামারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও রোগজীবাণু মুক্ত রাখতে হবে।

১৯। অহেতুক যে কোন পরিদর্শকের খামার পরিদর্শন বন্ধ করতে হবে।

২০। মৃত ভেড়াগুলো মাটিতে গর্ত করে এমনভাবে পুঁতে রাখতে হবে যেন শিয়াল, কুকুর কিংবা অন্য কোন বন্য জন্তু সহজেই তুলতে না পারে।

২১। রোগাক্রান্ত ভেড়ার রোগ নির্ণয় করে সে অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে।

২২। যে সব রোগের টিকা পাওয়া যায় সেসব টিকা নিয়মিত ভেড়ার খামারে প্রয়োগ করতে হবে।

২৩। ভেড়ার আবাসস্থল ও এর চারপাশের জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ডিজইনফেকটেন্ট দ্বারা শোধিত করতে হবে।

২৪। রোগাক্রান্ত ও রোগে স্পর্শকাতর ভেড়াগুলো বাধ্যতামূলকভাবে জবাই করতে হবে।

২৫। রোগাক্রান্ত ভেড়ার অবাধ চলাচল বন্ধ করতে হবে। সুস্থ ভেড়ার সাথে যাতে মিশিতে না পারে সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

ভেড়ার বাজারজাতকরণ

সুষ্ঠু খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় ১২-১৫ মাসের ওয়েডার (খোজাকৃত পুরুষ ভেড়া) বা র‍্যাম ২৫-৩০ কেজি ওজনের হয়। এ সময় ওয়েডার বা র‍্যাম বিক্রি করা যেতে পারে। র‍্যাম বা ওয়েডারের মাংস প্রক্রিয়াজাত করেও বিক্রি করা যেতে পারে।

প্রযুক্তি সম্প্রসারণ উপযোগী অঞ্চল ঃ সমগ্র বাংলাদেশ।

প্রযুক্তি ব্যবহারে সুবিধা

- অল্প জায়গায় পালন করা যায়।
- আবদ্ধ অবস্থায় ভেড়া ও ভেড়ার বাচ্চার মৃত্যুরহার কমে যায়।
- প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য প্রদান করা সহজ হয়।
- ভেড়ার যত্ন নেয়া সহজ। প্রয়োজনে সার্বক্ষণিক যত্নও নেয়া যায়।

প্রযুক্তির ঝুঁকিপূর্ণ দিক

- ভেড়াপ্রতি গড়ে খাদ্য খরচ অবশ্যই ২ টাকার মধ্যে থাকতে হবে। এ জন্য ঘাসের উৎপাদনসহ অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী যতটা সম্ভব নিজে উৎপাদন করতে হবে।
- ভেড়াকে সময়মত টিকা ও কৃমিনাশক ঔষধ দিতে হবে। বাচ্চার সঠিক যত্ন নিতে হবে যাতে করে বাচ্চার মৃত্যুর হার ৫ শতাংশের বেশি না হয়।
- ভাল ভেড়া দিয়ে খামার শুরু করতে হবে। তা না হলে, আশানুরুপ উৎপাদন নাও হতে পারে।

পরিবেশের ওপর প্রতিক্রিয়া

এ প্রযুক্তি ব্যবহারে পরিবেশের ওপর কোন ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে না। বরং, পরিবেশ সুস্থ রাখতে সহায়ক হয়।

প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলাফল ও লাভ

৯টি ভেড়ী ও ১টি ভেড়ার পাঁঠা দিয়ে শুরু করা স্টল ফিডিং পদ্ধতির ১টি খামারে বছরওয়ারি ভেড়ার সংখ্যা ও সম্ভাব্য আয়-ব্যয় টেবিল ৬ এ দেখান হল।

টেবিল ৬ ঃ স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে পালিত ভেড়ার খামারে বছরওয়ারি সম্ভাব্য আয়-ব্যয়

	বছর				
বছরের শুরু	১	২	৩	৪	৫
ভেড়ী	৯	৯	১৭	২২	২২
পাঁঠা	১	১	২	৩	৩
বাড়ন্ত পুরুষ বাচ্চা	-	৪	৭	১৫	১৫
বাড়ন্ত স্ত্রী বাচ্চা	-	-	-	-	-
পুরুষ বাচ্চা	-	৮	১০	২১	২১
স্ত্রী বাচ্চা	-	৮	১১	২০	২০
মোট	১০	৩০	৪৭	৮১	৮১
মৃত ভেড়ী	-	-	-	-	-
বাড়ন্ত পুরুষ বাচ্চা	১	২	-	১	১
বাড়ন্ত স্ত্রী বাচ্চা	-	-	২	১	১
পুরুষ বাচ্চা	১	২	৮	৫	৫
স্ত্রী বাচ্চা	-	২	৪	৫	৫
বছর শেষে					
ভেড়ী	৯	১৩	২২	২২	২২
পাঁঠা	১	২	৩	৩	৩
খাসী	-	১০	১৬	৩৬	৩৬
বাড়ন্ত পুরুষ বাচ্চা	৪	৭	১৫	২৩	২৩
বাড়ন্ত স্ত্রী বাচ্চা	৫	১২	২০	৪৩	৪৩
পুরুষ বাচ্চা	৮	১০	২১	২৪	২৪
স্ত্রী বাচ্চা	৮	১১	২০	২৪	২৪
মোট	৩৫	৬৫	১১৭	১৭৫	১৭৫
বিক্রি					
ভেড়ী	-	-	-	-	-
ভেড়ার খাসী	-	১০	১৬	৩৬	৩৬
বাড়ন্ত ভেড়ী	৫	৮	২০	৪৩	৪৩
ভেড়া বিক্রি	৫×১৫০০=৭৫০০	৮×১৫০০=১২,০০ ১০×২৫০০=২৫,০০০	২০×১৫০০=৩০,০০০ ১৬×২৫০০=৪০,০০০	৪৩×১৫০০=৬৪,৫০০ ৩৬×২৫০০=৯০,০০০	৪৩×১৫০০=৬৪,৫০০ ৩৬×২৫০০=৯০,০০০
ভেড়া বিক্রি থেকে আয়	৭,৫০০	৩৭,০০০	৭০,০০০	১,৫৪,০০০	১,৫৪,০০০
ভেড়ার লেদী বিক্রি	৩,১৯৪	৫,৯৩৫	১০,৬৮০	১৫,৯৭০	১৫,৯৭০
সর্বমোট আয়	১০,৬৯৪	৪২,৯৩৫	৮০,৬৮০	১,৬৯,৯৭০	১,৬৯,৯৭০
বার্ষিক খরচ					

উপসংহার

এ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ভেড়ার উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। রোগ-ব্যাধিসহ মৃত্যুহার কমে যাবে। উৎপাদন খরচ হ্রাস পাবে। ফলশ্রুতিতে, খামারিদের আয় বাড়বে এবং এদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রাণীজ প্রোটিনের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে।

ভেড়ীর গর্ভকালীন ব্যবস্থাপনা

গর্ভকালীন সময় ভেড়ী এবং ফার্মের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময়ে ভেড়ীর বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। কারণ, এ সময়ে যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে না পারলে বাচ্চার মৃত্যুর হার বেড়ে যেতে পারে, এমন কি ভেড়ীর মৃত্যু ঘটতে পারে। ফলে ফার্মকে লাভজনক করা হবে দুরূহ ব্যাপার।

আমাদের দেশীয় ভেড়ার গর্ভধারণকাল প্রায় ছাগলের মতই ৫ মাস (১৪০-১৪৫ দিন)। তবে এই গর্ভধারণকাল ভেড়ীর পুষ্টিগত অবস্থা এবং একসাথে কয়টি বাচ্চা পেটে ধারণ করছে তার ওপর নির্ভর করে।

গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাসে গর্ভধারণের জন্য কম পুষ্টির প্রয়োজন হলেও এসময়ে এক দুই মাস পর্যন্ত ভেড়ী তার পূর্ববর্তী বাচ্চার জন্য উৎপাদন করে। ফলে, এই সময়ে মোট পুষ্টির চাহিদা বেড়ে যায়। আবার গর্ভাবস্থার শেষের দিকে পুষ্টির ঘাটতি হলে, ভেড়ীর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে; যা পরবর্তীতে ভেড়ীর প্রজনন ক্ষমতা ও দুধ উৎপাদন কমিয়ে দিতে পারে।

ভেড়াকে যদি চড়ানো হয় এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘাস পায় তাহলে বাড়তি কোন খাবার দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তবে, চড়ে খাওয়া ভেড়ার ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থার শেষে ৯ সপ্তাহে ২০-২৫ কেজি দৈহিক ওজন বিশিষ্ট একটি ভেড়ীর দৈনিক প্রায় ৮-৯ মে. জুল বিপাকীয় শক্তি, ৩৫-৩৮ গ্রাম বিপাকীয় প্রোটিন, ১৫০-২০০ গ্রাম দানাদার খাদ্য, ২-২.৫ কেজি কাঁচা ঘাস ও প্রায় ২-৩ লিটার বিশুদ্ধ পানি প্রয়োজন।

যদি ভেড়াকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা হয় তাহলে, কাঁচা ঘাস, হে কিংবা বিশেষভাবে প্রক্রিয়াজাত খড় দিয়ে ভেড়ীর আঁশজাতীয় খাবারের চাহিদা মেটানো যায়। আবদ্ধাবস্থায় পালন করলে গর্ভাবস্থার শেষ ৯ সপ্তাহে ২০-২৫ কেজি দৈহিক ওজন বিশিষ্ট একটি ভেড়ীর দৈনিক প্রায় ১৬০-২০০ গ্রাম গম, ভূট্টা বা চাল ভাঙ্গা, ৫০-৬০ গ্রাম খৈল কিংবা কুঁড়া জাতীয় খাদ্য এবং ৩-৪ কেজি কাঁচা ঘাস দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ডাল জাতীয় শুষ্ক ঘাস দ্বারা আঁশ জাতীয় খাদ্যের চাহিদা মেটালে উক্ত ভেড়ীর জন্য দৈনিক ৮০-১০০ গ্রাম ভূট্টা/গম ভাঙ্গা, ১.০-১.৫ কেজি এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি খাওয়াতে হবে।

গর্ভাবস্থায় প্রথম ৪ সপ্তাহে ভিটামিন এ, ডি, ই এবং গর্ভের শেষ দুই সপ্তাহে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ইনজেকশন দিতে হবে।
ভেড়াকে যে এলাকায় পালন করা হচ্ছে সে এলাকায় যেসব রোগের ঝুঁকি আছে সে সব রোগ প্রতিরোধে বাচ্চা প্রসবের ২-৪ সপ্তাহ পূর্বে টিকা দিতে হবে।

প্রসব পূর্ববর্তী, প্রসবকালীন এবং প্রসব পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

প্রসবকাল ঝুঁকিমুক্ত রাখা এবং প্রসবের সময় যথাযথ ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে কবে, কখন পাল দেওয়া হয়েছে তার সঠিক রেকর্ড রাখা প্রয়োজন। ফলে সম্ভাব্য প্রসবের দিন তারিখ ঠিক করে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যায়।

প্রসবের সম্ভাব্য তারিখের এক সপ্তাহ আগেই ভেড়ীর প্রসব প্রস্তুতি শুরু করা প্রয়োজন। এই সময়ে ভেড়ীকে আলাদা প্রসব ঘরে রাখতে হবে।

প্রসব ঘরে পর্যাপ্ত পরিমাণে জায়গা ও আলো বাতাসের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই ঘর শুষ্ক, পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। প্রয়োজনে খড় বিছিয়ে দিতে হবে।

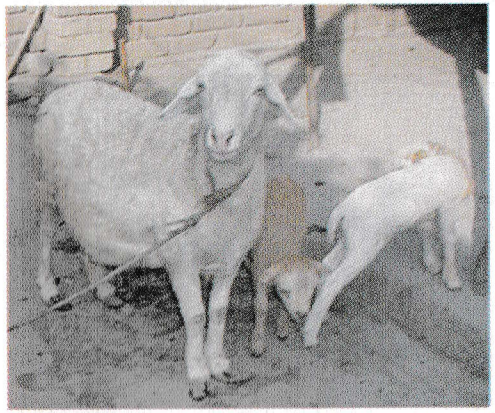

প্রসবের লক্ষণ যেমন, প্রসব বেদনার কারণে ভেড়ীর ওঠা বসা করা, যোনি দ্বারে পাতলা স্বচ্ছ মিউকাস দেখা যাওয়া এবং উলানে দুধ ভরে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ হওয়ার অল্প কিছুক্ষণ পরই ভেড়ী বাচ্চা প্রসব করবে। এ সময় ভেড়ীর কাছে উপস্থিত থেকে তাকে প্রসবে সহায়তা করতে হবে।

প্রসবের সময় যোনিপথে প্রথমে পানি থলে আসবে এবং সাথে সাথে বাচ্চার মাথা ও সামনের পা এক সাথে বের হয়ে আসতে থাকবে। এ সময়ে প্রয়োজনে বাচ্চার পা টেনে ভেড়ীকে সহায়তা করা যেতে পারে।

বচ্চা হওয়ার সাথে সাথে নাক ও মুখের শ্লেষ্মা সরিয়ে মায়ের সামনে দিতে হবে যাতে মা চেটে মিউকাস পরিষ্কার করে দেয়। এ সময়ে প্রয়োজনে নাকে ফুঁ দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে সহয়তা করতে হবে।

নাক মুখ থেকে মিউকাস পরিষ্কার করার পর বাচ্চার নাভী শরীর থেকে প্রায় ২ ইঞ্চি রেখে জীবাণুমুক্ত কাঁচি দিয়ে কেটে সেখানে জীবাণুনাশক টিংচার আয়োডিন লাগিয়ে দিতে হবে।

বাচ্চাকে পরিষ্কার করার পর দ্রুত শালদুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেকটি বাচ্চা যাতে শালদুধ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।
বাচ্চা শীতে কাঁপতে থাকলে উষ্ণ স্থানে রাখতে হবে। প্রয়োজনে পাশে থেকে আগুনের তাপ দিয়ে গরম করতে হবে।

সাধারণত বাচ্চা হওয়ার ২-৪ ঘন্টার মধ্যেই ফুল পড়ে যায়। প্রসবের ১২ ঘন্টার মধ্যে যদি ফুল না পড়ে তাহলে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

এ সময়ে ভেড়ীকে অতিরিক্ত পীড়ন থেকে রক্ষার জন্য চিটাগুড়ের স্যালাইন প্রস্তুত করে খাওয়াতে হবে।